খনা
মেট্রোপলিটান
পিকচার্স
দিগেন

বি-এল-খেমকার প্রযোজনায়

মেট্রোপলিটান্ পিকচার্স-এর নিবেদন

খনা

প্রথমারম্ভ ঃ

'উত্তরা' শনিবার, ১২ই নভেম্বর ১৯৩৮

চিত্র-পরিবেশক ঃ

কাপুরচাঁদ লিমিটেড্ ঃ কলিকাতা

৪৮ নং সেণ্ট্রালএভিনিউ (সাউথ) ঃ মেট্রোপলিটান্ পিকচার্সের প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও গ্লাসগো প্রিণ্টিং কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং বি, নান পাবলিসিটি এজেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

পরিচয়

কথা-শিল্পী	প্রযোজক	পরিচালক
মন্মথ রায়	বি, এল, খেমকা	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-চিত্রশিল্পী	শব্দ-যন্ত্রী	সুর-শিল্পী
দ্রোণাচার্য্য	এ, গফুর	ধীরেন দাস

গীতকার	নৃত্য-শিক্ষক
নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত	সমর ঘোষ

ব্যবস্থাপক
গণপৎ রায়চৌধুরী

সহঃ পরিচালক
হরিপদ হোম

ধারারক্ষী
রবি দে

রূপ-সজ্জাকর
কালিদাস দাস

ভূমিকা

বরাহ—অহীন্দ্র চৌধুরী
খনা—ছায়া দেবী
মিহির—সুশীল রায়
ধরণী—দেববালা
মদনিকা—অরুণা
তরলিকা—আঙ্গুর
কামন্দক—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভৈরব—ধীরেন মুখোপাধ্যায়
বিক্রমাদিত্য—সমর ঘোষ
সিংহলরাজ—কালী ঘোষ
সিংহলের রাণী—মনোরমা
কবি কালিদাস—প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়নাগার-শিল্পী
জগৎ রায়চৌধুরী
পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-সম্পাদক
সুকুমার মুখোপাধ্যায়

স্থির-চিত্র-শিল্পী
দীনেশ দাস

দৃশ্য-সজ্জাকর
মতিলাল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নেতৃত্বে—

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও-তে গৃহীত

কাহিনী

সিংহলের রাজকন্যা খনা............

আর মিহির...সাগর-জলে ভেসে আসা অজ্ঞাত কুলশীল এক অনাথ ; রাণী সুনন্দার স্নেহের ছায়ায় বর্দ্ধিত কিশোর। অজ্ঞাতকুলশীল......এই গ্লানি সহ্য করতে না পেরে মিহির সব ছেড়ে, রাজকুমারীর প্রেম উপেক্ষা করে ছুটে চলেছে......কোথায় সে নিজেও জানে না......

কিন্তু খনা কি তার প্রেমাস্পদকে এই অনির্দ্দেশ যাত্রা-পথে ছেড়ে দিতে পারে ? অসামান্যা বিদূষী খনার গননায় মিহিরের পিতৃ পরিচয় আর অজ্ঞাত নেই; তবু শুভদিন শুভক্ষণ না এলে তা প্রকাশ করতে সে পারে না। মিহিরের অকল্যাণ হবে যে......

সাগর-সৈকতে শত অনুরোধ সত্ত্বেও সিংহলত্যাগী মিহিরকে খনা ফিরিয়ে আনতে পারলে না। খনার গোপন মনে যে প্রেমাঙ্কুর ধীরে ধীরে তার পল্লব বিস্তার কোরেছিল, আজ বিদায়কামী মিহিরের সম্মুখে অশ্রুজলে তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। তবু তাকে গ্রহন করবার যোগ্যতা তাহার কোথায় ? সে যে অজ্ঞাত কুলশীল !...

তবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও খনাকে এটুকু প্রকাশ করতে হলো যে, কোন বিখ্যাত পণ্ডিত—মিহিরের পিতা আর তার জন্মভূমি ওই ভারতবর্ষ !

সিংহলের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, পিতামাতার অতি আদরের দুলালী খনা সব ত্যাগ ক'রে মিহিরকে স্বামাত্বে বরন ক'রে হাসিমুখে চললো সে সাগরের পরপারে তার শ্বশুরের ভিটার উদ্দেশে ....

কত নদ-নদী, বন, জনপদ অতিক্রম করে খনা আর মিহির এসে পৌঁছলো বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে। প্রথমেই তারা চললো রাজদর্শনে .....

তারপর .... নিয়তির আর একটি চাকা ঘুরে গেল। ভুবন বিখ্যাত নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন—জ্যোতিষার্ণব বরাহের মতে যে গননা অসম্ভব তাকেই সম্ভব বলে প্রমান করে মিহির সকলকে স্তম্ভিত করে দিল। কিন্তু সিংহলাগত বলে রাক্ষস অপবাদে সম্রাট বিক্রমাদিত্য তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না। অবশেষে জ্যোতিষার্ণব বরাহ সম্মত হলেন। বরাহ জানতে চাইলেন তাদের পরিচয়।

সিংহলাগত এই জ্যোতিষ-দম্পতির কাছে বরাহের পরাজয়ে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য কামন্দক এদের উপর প্রথম থেকেই বিরূপ হয়ে উঠলো। বরাহের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কামন্দক সুকৌশলে এই নবাগতদের বরাহের বাড়ীতে না রেখে অতি নিকটবর্ত্তী পুরানো পণ্ডিত বাড়ীতে আশ্রয় দিল।

সেই দিনই ছিল বরাহের কন্যা মদনিকার জন্ম-তিথি। জ্যোতিষার্ণবের গৃহে আজ তারই মঙ্গল-উৎসব......

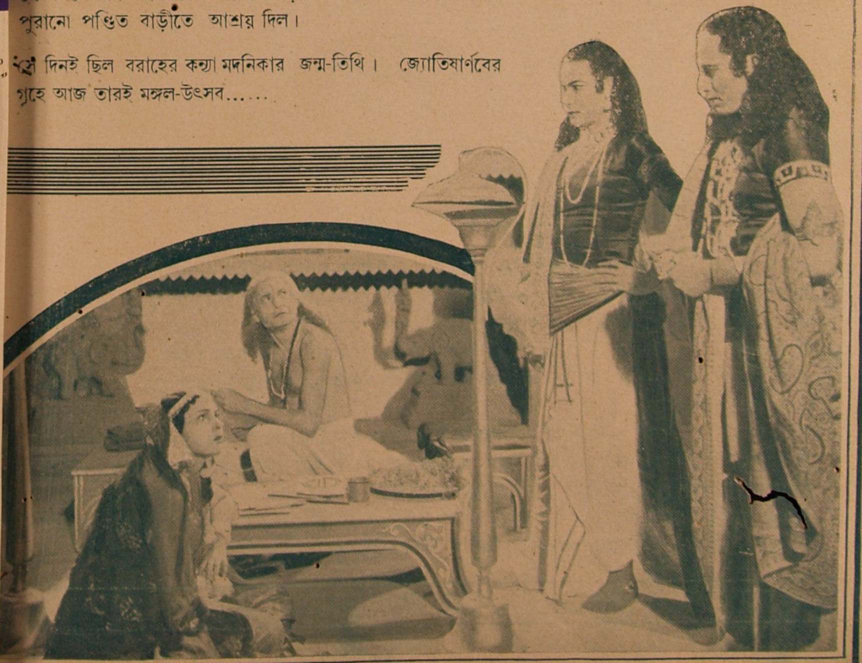

সকলের মুখেই হাসি ঃ সকলের মনেই আনন্দ ঃ—সবচেয়ে বেশী মদনিকার প্রিয়সখী তরলিরকা, তার প্রণয়ী কামন্দকের আর ক্রীতদাস ভৈরবের।

এদিকে খনা মিহিরকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলে ঃ "আজ তোমার জন্মদিন মিহির!"

মিহিরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, বলে ঃ—"কে আমার পিতা কে আমার মাতা ?" খনা তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলে ঃ—"উতলা হয়োনা মিহির। শুভক্ষণ এলেই আমি সব বলবো।"

উজ্জয়িনীতে খনা ও মিহিরের জয়জয়কার। লোকে বরাহের কাছে আর গননার জন্য যায় না।—সবাই আসে খনার দুয়ারে।…বৃদ্ধ বয়সে এই অপমান বরাহের অসহ্য হয়ে উঠলো ; তাঁর চেয়েও বেশী অসহ্য হয়ে উঠলো কামন্দকের।

রাত্রে বরাহের ঘুম নেই।—তিনি অস্থির মনে ছুটে গেলেন খনা মিহিরের বাস-গৃহে। খনা প্রবোধ দিয়ে বলে ঃ "মনে করুন না কেন আমরাই আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ।" পুত্র তো আপনার হয়েও ছিল। সবিস্ময়ে বরাহ বলেন ঃ "সে কি! যা কেউ জানে না, তুমি কেমন করে জানলে ?"

এদিকে সুযোগ পেয়ে দরজা আটকে কামন্দক চক্রান্ত ক'রে দিয়েছে পেছন থেকে মিহিরের ঘরে আগুন লাগিয়ে। মিহিরের চিৎকারে খনা জানলে তাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

কিন্তু বরাহ তাকে যেতে বাধা দিলেন, বললেন ঃ "আগে বল কে আমার পুত্র ?" এই উভয় সঙ্কটে খনা অবশেষে বলতে বাধ্য হ'ল ঃ "আমার স্বামীই আপনার পুত্র।"

নিয়তির আরও এক চাকা ঘুরলো …..মিহির যদি বরাহের পুত্র, মদনিকা তাহলে কে ? বরাহ প্রকাশ করলেন যে মদনিকা ক্রীতদাস ভৈরবের কন্যা ঃ প্রভুর আদেশে ভৈরব তা গোপন রেখেছে।

কিন্তু কামন্দক ? সে যে মদনিকাকে বরাহের কন্যা জ্ঞানে ভালবেসে ফেলেছে! কামন্দক বরাহের কাছে জ্যোতিষ চর্চ্চা করলেও মনে প্রাণে কবি কালিদাসের শিষ্য। প্রেমের কাছে বংশ পরিচয় ভেসে গেল।

এদিকে সম্রাট বিক্রমাদিত্য জ্যোতিষার্ণব বরাহকে একটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। বরাহ তাতে অসমর্থ হয়ে গোপনে খনার সাহায্য গ্রহণ করেন। ছদ্মবেশে সম্রাট স্বয়ং তা দেখতে পান।

বিদ্যায় ও জ্ঞানে যারা শ্রেষ্ঠ, নবরত্ন সভায় শুধু তাঁদেরই স্থান হওয়া উচিত। নবরত্নসভায় বরাহের আসনে খনাদেবীর স্বর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে এই কথাই বুঝিয়ে বলবার জন্য সম্রাট বরাহকে ডেকে পাঠালেন। কামন্দক সব কথা না জেনেই মিহিরকে এসে বললে যে সম্রাট প্রকাশ্য রাজসভায় প্রভুকে বিষম অপমান করেছেন। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় না কোরে মিহির তখন খনাকে বললে—"খনা! তুমি আমাদের কুগ্রহ! তোমার জন্যই পিতার এই অপমান!" সঙ্গে সঙ্গে কামন্দকও জানালে ঃ "ছিঃ ছিঃ আমি হলে অমন জিভ্ কেটে ফেলতাম!"

তখন সম্রাট বিক্রমাদিত্য আসছেন শোভাযাত্রা করে খনাদেবীকে নবরত্ন সভায় বরণ করে নিয়ে যেতে আর সিংহলের মন্ত্রী ও সেনা-পতি এসেছেন সিংহলের শূন্য সিংহাসনে তাঁকে অভিষিক্ত করতে।

নিয়তির শেষ চক্র আবার ঘুরলো! একদিকে লাঞ্ছনা ও অপমান—অন্যদিকে অভি-নন্দন ও প্রশস্তি।…খনা তখন কোথায় ?

গীতাংশ

(১)

রতন-করোজ্জল বিভূষিত সভাতল
আসীন রাজ অধিরাজ,
প্রদীপ্ত ভাস্কর উদিত ধরাতলে
জয় জয় রাজ অধিরাজ।

গৌরকান্তি তনু, সুঠাম বয়ান তব,
জয়তু রাজ অধিরাজ,
নয়নে করুণা ধারা, আননে প্রতিভা জ্যোতি
জয় জয় রাজ অধিরাজ।

শতমনি-খচিত কনককীরিট শিরে
জয়তু রাজ অধিরাজ,
ভালে বিজয় টীকা, কণ্ঠে বিজয়মালা
জয় জয় রাজ অধিরাজ।

—ধীরেন দাস

(২)

ঘুমিয়ে ছিল অঙ্গনে তার
শতেক ফুলের কুঁড়ি,
সোনার কাঠির পরশ লাগি,
হঠাৎ যেন উঠলো জাগি,
গুঞ্জরিয়া তন্দ্রা ভাঙ্গি
ভোমরা এলো উড়ি'।

তেপান্তরের পার হতে কোন
রাজার কুমার অ
স্তব্ধ পুরী মুখর করি
বাজায় জাগার
আজকে নূতন জাগরণে,
রঙ লাগিল বিষাদ মনে,
ছুটল হাসি স্বপন পুরীর
নীরব গগন

—ছা

(৩)

শুক্ পাখিরে—বল্ ?
আজকে কেন পরাণ আমার
হল্‌রে চঞ্চল ?
কোন্ বেদনা আমার বুকে
গুমরে ওঠে গোপন দুখে ;
অকারণে কেনরে মোর
নয়ন ছলছল ?
শুক্ পাখিরে—বল !
আমার সুখের স্বর্গ কি আজ
ক'র্‌ল টলমল ?
হাতছানি দেয় বাহির আমায়,
আঁচল টানে ঘরের মায়ায় ;
মোর ভাবনার সাগর কেন
হলরে উতল ?

—ছায়া দেবী

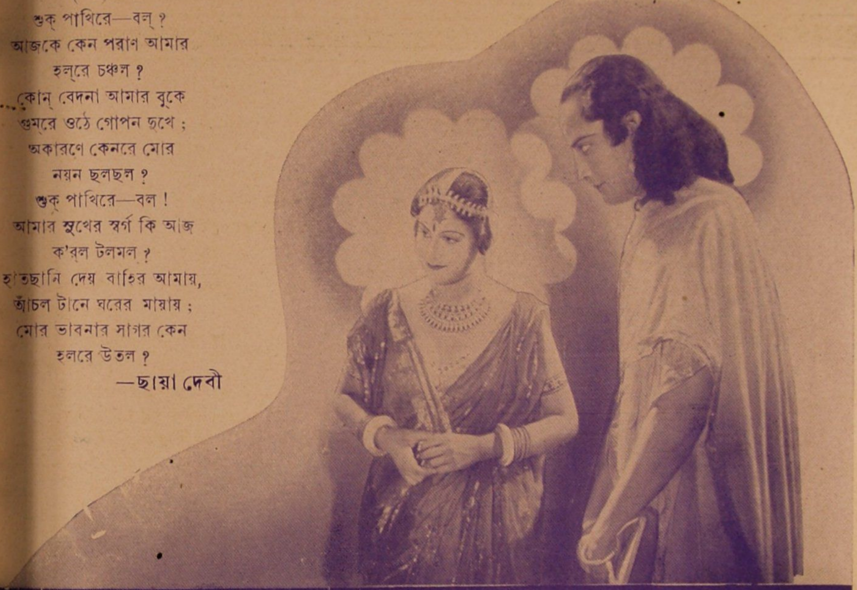

(৪)

যুগ যুগ ধরি দেবলীলারসে
পূত অঙ্গন যার,
সেইত মোদের সোণার স্বর্গ
স্বর্গ কোথায় আর ?
সুনীল বারিধি জানাইছে নতি,
হিমগিরিরাজ করিছে আরতি,
মর্ম্মর তানে শ্যামল বনানী
বন্দনা করে যার,
সেইত মোদের সোণার স্বর্গ
স্বর্গ কোথায় আর ?
আকুল পুলকে শত নদ নদী,
যার কোল ঘিরি নাচে নিরবধি,
শ্যামল শস্যে উঠে উদ্ভাসি
হাসে প্রান্তর যার,
সেইত মোদের সোণার স্বর্গ
স্বর্গ কোথায় আর ?

—খনা মিহির ও পথিকগণ

(৫)

জগত তোমার কীর্ত্তি ঘোষিছে
গাহিছে তোমার জয়,
মঙ্গল হোক্, কল্যাণ হোক্
জয় হে জ্যোতির্ম্ময়।

রবি শশী তারা তোমারে বরিছে,
নন্দন হতে আশীষ ঝরিছে,
তোমারি পূণ্যে জগত ধন্য
কাটিল তিমির ভয় ;
মঙ্গল হোক্, কল্যাণ হোক্
জয় হে জ্যোতির্ম্ময়।

ধীরেন দাস

(৬)

ঘুমের কাজল তোমার চোখে
এই যে দিনু আঁকি,
নিদ্-পরীরা স্বপন-দেশে
তোমায় নেবে ডাকি।

তোমার মনের গোপন আঁধার
সেথায় গেলে রইবে না আর ;
ঘুমের মায়া সব আঁধিয়ার
এবার দেবে ঢাকি।

এই পারেতে রাতের বুকে
উঠ্‌ল জ'মে কালো,
এক নিমেষে স্বপন-দেশে
দেখ্‌বে সোনার আলো।

—**ছায়া দেবী**

(৭)

সুন্দর মধুরাতে
চঞ্চল আজি হিয়া,
গন্ধে আলোকে গানে
উঠে মন আকুলিয়া।

উতলা পূবালী বায়ে
আলোক খেয়ার নায়ে
পথিক আসিল বুঝি
প্রেমের অর্ঘ্য নিয়া।

হারান সকল কথ
ফিরিয়া পাইল
মৌন কণ্ঠে মম
সুর পেল গানখা

চাঁদের মদির আঁখি
মেঘের কাজল মাখি,
আবেশে রয়েছে চাহি,
জোছনার সুধা পিয়া।

—**আঙ্গুর**

মেট্রোপলিটান্‌ পিকচার্স-এর

হাস্য-রস-মধুর কৌতুক-চিত্র

=অভিসারিকা=

কাহিনী : **অয়স্কান্ত বক্‌সী**

পরিচালক : **ধীরেন গাঙ্গুলী**
সহঃ পরিচালক : **অয়স্কান্ত বক্‌সী**
ব্যবস্থাপক : **গণপৎ রায় চৌধুরী**
সুর-শিল্পী : **সত্যানন্দ দাস**
ধারা-রক্ষী : **রবি দে**

বিভিন্ন ভূমিকায় : ডি-জি, সাবিত্রী, আশু বোস (এঃ), রাজলক্ষ্মী, হীরালাল চট্টোঃ, প্রকাশমণি, তারাপদ ভট্টাঃ, মতিবালা, সত্য মুখার্জ্জী, ভবাণী দেবী, নবদ্বীপ হালদার
— কমলাবালা, পশুপতি সামন্ত এবং গোপাল —

কথিকা

উকিল বিকাশ বড়লোকের ঘর জামাই। সংসারে তার শ্বাশুড়ী আর স্ত্রী। শ্বাশুড়ীটি তার একটি জ্যান্ত পিনাল্‌ কোড। তাঁর ভয়ে সে সদাই তটস্থ—এদিকে ওদিকে চাইবার জোটি নেই। তবু, বিকাশের অন্তরে রোমান্সের স্পৃহা কোন নব্য তরুণের চেয়েই কম নয়। শ্বাশুড়ী যেদিন বৌটিকে নিয়ে মধুপুর রওনা হলেন—বিকাশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ষ্টেশন থেকে ফিরতে পথে দেখা বহুদিন পরে—কলেজ মেট্‌ সুহাসের সঙ্গে। বিকেলে তাদের বোটানিকাল গার্ডেনে যাবার এনগেজমেণ্ট হ'ল।...বিকাশ যথাসময়ে বিকেলে গার্ডেনে গিয়ে হাজির—কিন্তু, সুহাসের দেখা নেই। তার বদলে সে দেখে একটি তরুণী তার সামনে খালের ধারে দাঁড়িয়ে। তখনি বিকাশের মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে। হঠাৎ কি হয়—মেয়েটি খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিকাশ তাকে উদ্ধার করবার এমন সুযোগ হারাতে চায়না—ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই জলে।

বহুকষ্টে ওপরে তুলে প্রহরী ও জনতার হাত এড়িয়ে—বাইরে এসে প্রশ্ন করে—"কোথায় আপনার বাড়ী?"

তরুণী বলে—"বাড়ী আমি যাবনা। ছেড়ে দিন আমি গঙ্গায় ডুবব।"..... কিন্তু কোন্‌ প্রাণে বিকাশ তাকে গঙ্গায় ডুবতে দেয়? তাই তাকে এনে তুলতে হ'ল তার শ্বশুর বাড়ীতে। হঠাৎ এমনি সময় আসে শ্বাশুড়ীর টেলিগ্রাম। সেখানে বাড়ীর মালীর কলেরা—তাই তাঁরা ফিরে আসছেন। এদিকে টেলিগ্রাম পেয়ে বিকাশেরও কলেরিক্‌ ডাইরিয়ার উপক্রম। সেই ফ্যাসাদ থেকে কী কোরে যে বেচারী বিকাশ নিস্তার লাভ করলো ছবির পর্দ্দায় তারই বিবরণ চিত্রিত হ'য়েছে।

গীতিকা

এক

[লীলার গীত]

অচেনা প্রিয়রে দেখিলাম আজ
জানালার উপকূলে।
মুখখানি তার পড়িয়াছে মনে
(শুধু) নামটুকু যাই ভুলে !

দুই

[বিকাশের গীত]

তোমার গোপন কথাটি
সখি রেখনা মনে,
বল আমায় গোপনে।
বল আমায়, বল আমায়
বল আমায় গোপনে।

যবে গভীর রজনী, নীরব মেদিনী
সুপ্তি মগন বিহগ-গীতি কুসুম কাননে।
বল অশ্রু জড়িত কণ্ঠে—
বল সরম জড়িত কণ্ঠে
আমি কানে না শুনিব গো
শুনিব প্রাণের কোনে ।

তিন

[লীলার গীত]

পিরীতি নামের এ তিন আখর
কে ভুবনে আনিল নাগর।
পিরীতি শুনিতে ভাল প্রাণ পিরীতি করিতে গেল
সখাহে, প্রাণ জর জর আঁটিতে আগর।
লোকের কথায় কিবা আসে যায়
কুলোকে অনেক কয়।
সেই সে পিরীতি যে জানে গো রীতি
চোর হ'য়ে চোর নয়।

চার

[লীলার গীত]

চাঁদের বুকে প্রিয়ার মিলন আজকে শুভ আশীষ ঢালো।
পূর্ণ কর পূর্ণিমাতে কিরণ ভাতি নিকষ কালো।

পাঁচ

[লীলার গীত]

ভাবতে প্রেম উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—
এখন বল করবে কি ? হলে অন্য মন।
রসিক বলে,—বর্ত্তমানে যা পেয়েছ তাই
কণ্ঠ ভরে পান কররে,—ওরে, প্রেমিক ভাই !

ভারতীয় ছায়া-চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রচার-শিল্পী
ও রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত সুবিখ্যাত কথা শিল্পী শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল রচিত

পর্দ্দার অন্তরালে

এই বইখানি সম্বন্ধে ভারতীয় ছায়া-চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠতম পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া বলেন ঃ—

"রস-রচনায় লেখকের বিশেষ খ্যাতি আছে। এই ধরণের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন এবং লিপি কুশলতার গুণে এই উপন্যাসখানি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"

AMRITA BAZAR PATRIKA: The author who is already well-known as a film critic and journalist has put up a fantastically interesting story, shouting his warning against the submerged tenth of the society. The book with an astonishing feature seems to command a glorious future for its author.

অভিনব উপন্যাস

সিনেমার ব্যাক-গ্রাউণ্ডে অঙ্কিত অভিনেত্রী 'চিত্রা রায়ের' ঘটনা-বহুল রোমান্টিক জীবনের কাহিনী। যে কোন শ্রেষ্ঠ ছায়া-চিত্রের মতই উপভোগ্য।

দাম ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নব্য বাংলার স্বনামধন্য নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় বলেন ঃ—

"বইখানি যখন শেষ কোরে উঠলাম, মনে হ'ল ভাল একখানি ইংরাজী ছবি দেখে ঘরে ফিরলাম। আপনার প্রতিটি চরিত্র অপরূপ রহস্যে মণ্ডিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কাউকে উপেক্ষা কোরে পারি এমন শক্তি নেই।"

Engraved and Printed by Glasgow Printing Co., Howrah

METROPOLITAN PICTURES
CALCUTTA

মেট্রোপলিটান পিকচার্স এর

আগামী আকর্ষণ

চন্দ্রশেখর